ব্রি ধান৩৭

কাটারিভোগের সমমান
ব্রি নামে ৩৭ ধান

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৩৭ একটি আমন জাতের সুগন্ধি ধান। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯৮ সালে বাসমতি এবং বিআর৫-এর মধ্যে সঙ্করায়ণ করে জাতটি উদ্ভাবন করে। ব্রি ধান৩৭-এর গাছ কাটারিভোগের চেয়ে অনেক মজবুত, তবে জীবনকাল ৫-৭ দিন বেশী।

ব্রি ধান৩৭

জাতের বৈশিষ্ট্য

- উচ্চতা ১২৫ সেন্টিমিটার।
- ধানের রঙ, চালের আকার এবং ঘ্রাণ ঠিক কাটারিভোগের মতো।
- ধানের ছড়া বেশ আকর্ষনীয় এবং ধানের গাঁথুনি বেশ ঘন।
- ধানের শেষ প্রান্ত একটু বাঁকা এবং সূচালু।
- এর ভাত ও পোলাও কাটারিভোগের সমতুল্য।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৩৭-এর চাল মাঝারি চিকন এবং এর বাজার সরও বেশী। তাছাড়া দেশ এখন আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও চাল উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ মতাবস্থায় ব্রি ধান৩৭- এর মত রপ্তানিযোগ্য ধানের আবাদ বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

জীবনকাল

জীবনকাল ১৪০ দিন।

ফলন

ফলন গ্রায় হেক্টর প্রতি ৩.৫ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজতলায় বীজ বপন :** ১০-১৫ শ্রাবণ (২৫-৩০ জুলাই)।

২. **চারার বয়স :** ২৫-৩০ দিন।

৩. **রোপণ দূরত্ব :** ২০ X ১৫ সেন্টিমিটার।

৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা) :**

৪.১

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিঙ্ক
২০	১৩	৯	৮	১.৫

৪.২ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ২০-২৫ এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, সুগন্ধি ধানে ইউরিয়া সারের প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে কম। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা উত্তম।

৫. **আগাছা দমন :** রোপণের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৬. **সেচ ব্যবস্থাপনা :** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৭. **রোগবালাই ব্যবস্থাপনা :** ব্রি ধান৩৭ টুংরো রোগ প্রতিরোধশীল। বালাই দমনে অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

৮. **ফসল কাটা :** ১০-১৫ অগ্রহায়ণ (২৫-৩০ নভেম্বর)।

আরো তথ্যের জন্য :
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইল: dr@brri.gov.bd